ঐ নতুনের কেতন উড়ে-------------------------

বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃকোলে। অন্যান্য ভাবধারার সঙ্গে এর সংস্করণ, সংযোজন, বিয়োজন ইত্যদির কথা ভাবলে মন্দ হয়না। বাংলাদেশ একটি উদার রাজনৈতিক, ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। এদেশ স্বাধীন না হলে এখনো পাকিস্তানীদের গোলামী করতে হতো। বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হিমসিম খেতে হতো। পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র। সেখানে হরহামেশা জঙ্গীবাদের সূচনা হচ্ছে। অনেকেই দুঃখ করে বলেন পাকিস্তানীরা অভিশপ্ত জাতি। তাদের মাথার উপর থেকে সামরিক শাসনের খড়গ মাঝে মধ্যে নামলেও কুকুরের লেজের মতো আবরো আগের জায়গায় ফিরে আসে। তাদের এ পথচলার শেষ কবে হবে তা বলাই কঠিন। '৯০ সালে আমাদের দেশে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সাধারন জনগনের মনে যে দৃঢ় অনাস্থার জন্ম নিয়েছে তা ভবিষ্যত সেনাপ্রধানদের রাষ্ট্রপ্রধান হবার বাসনাকে ধুলিসাৎ করে দিয়েছে। অনেকে ইচ্ছে থাকলেও ওদিকে পা বাড়াবেন না। এ ধরুন এরশাদ সাহেবের কথা। ক্ষমতা ছাড়ার পর যখন কারাগারে ছিলেন তখন সেখানকার বাথরুমেও ছিলেন ক্যামেরা বন্দী। অথচ ক্ষমতায় থাকাকালীন বিভিন্ন জনসমাবেশে ঐ সামরিক শাসককেই গলায় ফুলের মালা পরাতে পারাতে নাকের গোড়া পর্যন্ত নিয়ে গেছেন চাটুকাররা। রাজনৈতিক নেতাদের নৈতিক চরিত্র নষ্ট করেছেন এই সামরিক শাসক। মওদুদ আহমেদ, কাজী জাফর, শাহ মোয়াজ্জেম, আনোয়ার হোসেন মঞ্জুরা এই সামরিক শাসকের পদলেহন করেছেন নিয়মিত। সদাশয় এরশাদ তাদের দুধ মধু খেতে দিতেন, সবসময় কাছাকাছি রাখতেন । সংসদে গৃহপালিত বিরোধী দলের প্রধান বানিয়ে সময়ে রব অসময়ে নিরব আ স ম আব্দুর রবকে চালিয়েছেন গরু গাধার মতো।

প্রথমেই বলেছিলাম বাংলাদেশ একটি উদার ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। এদেশে রাজতন্ত্র নেই। স্বৈরতন্ত্র থেকে আমরা মারা-মারি, কামড়া-কামড়ির গনতন্ত্রে ফিরে এসেছি। নীতিগতভাবে একধাপ এগুলেও একদলে থেকে অন্যদলের বিরুদ্ধাচরনে আমরা নিজেদের মসগুল রেখেছি। শেখ হাসিনা মানেন না খালেদা জিয়াকে আর খালেদা জিয়া মানেন না শেখ হাসিনাকে। একজন অন্যজনের সতীন ছিলেন না কখনো কিন্তু আচরণে দু'জনেই এর প্রমান দিয়েছেন হাজারবার। সাধারন মানুষ কি চায়? শান্তি চায়। খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে চায়। ক্ষমতায় যাবার জন্যে শেখ হাসিনা এবং তার দলের ক্ষমতালোভীদের যে নির্লজ্জ মহড়া আমরা দেখেছি তাতে মনে হয়েছে শেকল পরা পোষা কুকুরটার যেন পাতের ভাত শেষ হয়ে গেছে। আবার শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকাকালীন খালেদা জিয়া এবং তার দোসরদের লজ্জাহীন আন্দোলন সাধারন মানুষকে নাড়া দিয়েছে। ইউরোপে কুত্তাওয়ালীরা যখন কিছুদিনের জন্য বাইরে বেড়াতে যায় তখন কুকুর বুঝে ফেলে এবং যাবার সময় ঘেউ ঘেউ করে তার মনের ভাব প্রকাশ করে। আমাদের দেশেও তেমনটি কাজ করে রাজনৈতিক নেতাদের ফুলের মতো পবিত্র চরিত্রে। ক্ষমতার মোহ তাদেরকে আরো হিংস্রতার দিকে নিয়ে যায়। সব দলই মিছিলে লাশ চায়। লাশ না হলে মিছিল জমে না। আমাদের দেশে মিছিলের লাশ রাজনৈতিক নেতাদের রাজপথের আহার। এ আহার তারা ভক্ষন না করলেও এটি তাদের হিংস্রতার

গাছের গোড়ায় সবুজ সার হিসেবে কাজ করে। এই সার তাদের কাল্পনিক গাছের শ্রীবৃদ্ধি ঘটায় এবং ভবিষ্যতে সেখান থেকেই তারা ফলের ঝুড়ি নিয়ে ফল তুলে ৫ বছরের জন্যে খাঁচায় ঢুকে পড়েন। কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরোলে পাজি এ যেন আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতাদের চাল-চলনের সাথে একাকার হয়ে মিশে আছে। জনগন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার এ যেন এক সাধারণ প্রকৃয়া আমাদের দেশের রাজনীতিতে।

সজীব ওয়াজেদ জয়   তারেক রহমান   মাহী বি. চৌধুরী

বাংলাদেশের রাজনীতি আনেকটা রাজতান্ত্রীক হয়ে আসছে। ভারতীয় গনতন্ত্রে যেমন ইন্দিরা গান্ধী, রাজিব গান্ধী, সোনীয়া গান্ধী এবং তারপর রাহুল গান্ধী যাত্রার আনেকটা লাইমলাইটে। এর গোড়াপত্তন হয়েছিলো জহরলাল নেহেরুর আমল থেকে। এরই অনুকরনে বাংলাদেশে এর প্রতিফলন ঘটতে যাচ্ছে হয়তো আগামীতে। রাজনৈতিক নেতারা সাবেক নেতার সহধর্মিণী, ছেলে অথবা মেয়েদের ক্ষমতার লোভে আকৃষ্ট করে অতীত নেতাদের জীবনের দোহাই দিয়ে নতুন প্রজন্মের সন্তানদের ব্ল্যাকমেল করে আগামীতে যেন ক্ষমতার যৌলশ ভোগ করতে পারেন সে জন্য মরিয়া হয়ে উঠেন। এটা ঘাগু রাজনৈতিক নেতাদের এক ধরনের ফাঁদ। তারা শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর শেখ হাসিনাকে এবং জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর খালেদা জিয়াকে ক্ষমতার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে নিজেদের ফয়দা লুটে যাচ্ছেন। এ পথ চলার শেষ হবেনা আমাদের দেশে।

বেগম খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনা এখন অনেকটা বৃদ্ধা প্রায়। বয়স ষাট পেরিয়ে যাচ্ছে। এখন রাজনৈতিক নেতারা আবার নতুন হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিলেন তারেক, জয় এবং মাহীকে। কিছু কিছু নেতা চাচ্ছেন খালেদা জিয়া যেন আর প্রধানমন্ত্রী না হন। কারন তারা তারেক রহমানকে ম্যানেজ করে ফেলেছেন। প্রবীন, মুখভরা দাড়ীওয়ালা অনেক নেতারা এখনই বলেন তারেক জিয়া জিন্দাবাদ।

বি এন পি'র জাতীয় কার্য্যনির্বাহী কমিটির সভায় ঢাকা মহানগর বি এন পি'র সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম বলেছিলেন, একথা আমাদের মানতে হবে বেগম জিয়ার পর আমাদের নেতা তারেক রহমান। তিনি আর ও বলেন, যারা তাকে মানতে পারবেননা তারা দল থেকে চলে যেতে পারেন। তার বক্তব্যে একদিকে যেমন চাটুকারিতা প্রকাশ পেয়েছে অন্যদিকে খালেদা জিয়াকে পানের বাটা নিয়ে ঘরে ঢুকে যাবার অনুরোধটা অন্যভাবে করেছেন তিনি। সিলেটের সাংসদ ইলিয়াস আলী বলেছেন, হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) ৪০ বছর বয়সে নবুয়্যাত পেয়েছিলেন। তরেক রহমান ও ৪০ বছরেই বাংলাদেশের হাল ধরবেন। তিনি বলেন যাদের বয়স ৪০ পার হয়ে গেছে তারা কালক্ষেপন না করে ঘরে ফিরে যাওয়াটাই ভালো। কিন্তু তিনি মনে করলেন না তিনিও ৪০ পার হবেন সহসাই কিম্বা হয়েছেন। মুখের থু থু ফেলার আগে নিজের দিকেও তাকাতে হয় এটা তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন। তারেক রহমানকে নবীজীর সাথে তুলনা করাটাও ঠিক হয়নি। তারপর ও আমরা সবাই প্রশংসা শুনতে সুখ পাই। যদি কাউকে প্রশংসা করে বলি আপনাকে বাঘের বাচ্চার মতো লাগছে তাহলে আমরা যেমন আরাম বোধ করি অপরপক্ষে কেউ যদি বলেন আপনাকে ভেড়ার মতো লাগছে তখনই মনে করতে হবে আপনার একজন শত্রু বেড়ে গেল। এই আমাদের হালচাল। ওবায়দুর রহমান, আব্দুল মান্নান ভুইয়া, তরিকুল ইসলাম, সাইফুর রহমানের মতো নেতারা তারেক রহমানকে মেনে নেয়ার ব্যাপারে কতটুকু প্রস্তুত আছেন এবং কতটা উদার হতে পারবেন তাও ভেবে দেখতে হবে।

আওয়ামীলীগের নেতারা আনেকটা একরোখা এবং কেউ কাউকে মানতে চাননা। একথা ভেবেই হয়তো জয় দেশের রাজনীতিতে নিজেকে অতটা জড়াতে চাননা। বি এন পি'র মধ্যে কর্নেল অলি আহমেদ, হুইপ আশরাফসহ দু'একজন মাঝে মধ্যে হুমকি ধামকি দিলেও দলের হাই কমান্ড যা সিদ্ধান্ত নেবে অন্যান্যরা তা মেনে নেবেন। আওয়ামীলীগের সম্মানিত নেতারাই নবীনদের প্রথম থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। জিল্লুর রহমান, মোহাম্মদ নাসিম, তোফায়েল আহমেদ, আমির হোসেন আমু, মতিয়া চৌধুরীসহ পুরনোরা দল থেকে বিদায় নেয়ার আগ পর্যন্ত তাদের এ চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন হবে কিনা তা নিয়ে অনেকের মধ্যে সন্দেহ আছে।

জামায়াতে ইসলামীর নিয়ম-কানুন আবার একটু ভিন্ন। তারা আবার সবার মতো চুলাচুলি করেন না। কারন তাদের সিসটেম এবং বাম দলগুলোর সিসটেম ভিন্ন হলেও কালা-কানুনের কিছুটা মিল আছে। রাতারাতি নেতা তারা বানান না। এটা তাদের নিয়ম-নীতির বাইরে। তবে তারা কোথাও কোন ছিদ্র দেখামাত্র ই তা পুটিং বা সীসা দিয়ে বন্ধ করে দেন। জাহাজ বানানোর পর জাহাজের তলদেশের প্রতিটি স্তরে এক্সরে করা হয়। কোথাও কোন সন্দেহ থাকলে সেখানে ভেঙ্গে আবার নতুন করে কাজ করা হয়। জামায়াতে ইসলামী এবং বাম দলগুলোর নিয়ম অনেকটা জাহাজের এক্সরে'র মতো।

বি এন পি'র নতুন পুরাতন নেতাদের বিরুদ্ধে একটু আধটু কথা বলতে যেয়ে সাবেক রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক এ কিউ এম বদরদ্দোজা চৌধুরীকে বিশাল ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। তিনি কিছু কিছু ব্যাপারে আবার একটু বেশী বুঝেন। যার জন্য ২০০১ এর ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের নব্য ইঞ্জিনিয়ার মাহী বি চৌধুরীও হয়েছেন একঘরে। ডঃ কামাল হোসেন আর বদরদ্দোজা চৌধুরীর অবস্থান অনেকটা একরকম। ডঃ কামাল হোসেন অনেকবার জামানত হারিয়েছেন। বাংলাদেশে আবার ছাতার নিচে থেকে নির্বাচন আর রাজনীতি করার নিয়ম। ছাতার বাইরে গেলে যেমন বৃষ্টিতে গা ভিজবে আবার রোদে ত্বক জ্বলে যাবার সম্ভাবনাও আছে। এ থেকে আমরা সোজাসুজিভাবে বুঝি দন্ডির দাগের বাইরে গেলেই ঘা-গুতো খেতে হয় নিয়মিত। যেমন বি এন পি থেকে বের হয়েই বদরদ্দোজা চৌধুরী, মেজর (অবঃ) মান্নানরা ভরাডুবি মজলিশে বারবার অপমানিত হয়েছেন, রাস্তায় কিল-কনি খেয়েছেন সাধারণ কর্মীদের হাতে।

আওয়ামীলীগ ৫ বছর ক্ষমতায় থেকে বিএনপিকে রাজনীতির বেশ কিছু নকৃতা শিখিয়ে গেছেন। আবার আওয়ামীলীগ বিএনপিতে তারেক রহমানের উত্থান দেখে সজীব ওয়াজেদ জয়কে মাঠে নামিয়ে দিলেন। মাঠে নেমেই প্রথমে তারেকের চালে হেরে যায় জয়। শুভেচ্ছা গ্রহন না করে জয় মানদাতা আমলের রাজনীতির ধজ্বা ধরে সমালোচিত হয়েছেন সবার কাছে। তারপর ও আওয়ামীলীগ তাকে সেম্পল হিসেবে মাঠে নামানোর জন্যে বিদেশ থেকে হায়ার করে এনেছে। এবারের ইলেকশনে দুজনেই কি হিসেবে ব্যবহৃত হতে যাচ্ছেন তা দেখার জন্যে সাধারণ মানুষ উৎসুক হয়ে আছেন। পুরো ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এ তারা কি সিমেন্ট, বালি নাকি ইট হিসেবে ব্যবহৃত হবেন তা এখনো পরিষ্কার নয়। তুরুপের তাসের রাজত্বের শশ্মানে আম গাছের লাকড়ির বদলে সস্তা লাকড়ি ব্যাবহার করেছেন আব্দুল জলিল। তাই শশ্মানে আগুনের বাহাবা অনুভব করতে পারেনি সাধারন মানুষ। এখন নব্য ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের রাজত্বের দিকেই আমরা যেন এগিয়ে যাচ্ছি। পুরাতন নেতারা যা করেছেন তাতে আমরা বার বার দূর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ান হবার গৌরব অর্জন করেছি। বর্তমানে মুদ্রার এপিঠ দেখেছি আগামীতে মুদ্রার ওপিঠ দেখার প্রত্যাশায় বলতে পারি ঐ নতুনের কেতন উড়ে---------

Noman Fatemi
September1, 2006, Venice, Italy
fnoman@mib.edu